৮

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

মোঃ শহিদুজ্জামান

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ কীভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ভাবেই প্রয়োগ হতে পারে এই অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরুরি অবস্থার ফলে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিষয়েও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা বিষয়টিও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের একটা অন্যতম ভিত্তি হলো জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা। মানবাধিকার বিষয়ক কোনো চুক্তি বা ঘোষণা গ্রহণের পূর্বেই ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একেবারে প্রথম অধিবেশনে গৃহীত হয় ৫৯(১) নং প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত সব স্বাধীনতার মান নির্ণায়ক। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে 'সকল নাগরিকের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার' নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ অনুচ্ছেদেও অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।[১]

---

১ অনুচ্ছেদ ৩৬ : চলাফেরার স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৩৭ : সমাবেশের স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৩৮ : সংগঠনের স্বাধীনতা।

একটি কার্যকর গণতন্ত্র এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অত্যাবশকীয় একটি উপাদান। তথ্য এবং বিভিন্ন ভাব-ধারণায় যদি নাগরিকের মুক্ত প্রবেশাধিকার না থাকে এবং যদি তারা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকদের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতার লঙ্ঘন প্রায়শই অন্য অনেক অধিকার, বিশেষ করে সমাবেশের স্বাধীনতা এবং সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের সাথে ঘটে থাকে।

তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ

গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে ২০ অক্টোবর ২০০৮ সরকার তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করে।

এই অধ্যাদেশ অনুসারে কোনো ব্যক্তি সরকারি তথ্য প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নির্দিষ্ট ফরমে লিখিতভাবে বা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে।[২] তথ্য পাওয়ার আবেদনের ২০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করবে এবং ক্ষেত্রমতো দাবিকৃত তথ্য প্রদানে অপারগ হলে আবেদনপ্রাপ্তির দশ কার্যদিবসের মধ্যে তা আবেদনকারীকে অবহিত করবে।[৩] অধ্যাদেশে একটি তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যদিও এখন পর্যন্ত এই কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাংবাদিকসহ কিছু বিশ্লেষকের মতে, তথ্য সংগ্রহের এই পদ্ধতি সংবাদমাধ্যম কর্তৃক সংবাদ সংগ্রহের গতানুগতিক অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করে দিতে পারে। তবে একটি কার্যকর তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং সঠিক বিধিমালা প্রণয়নসাপেক্ষে অধিকাংশ সমালোচকই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণে একটি সম্ভাবনাময় উপায় হিসেবে এই আইনকে স্বাগত জানিয়েছে।[৪]

চরম উদ্বেগের কারণ হলো, এই অধ্যাদেশে সরকারের আটটি নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময়ের, বিশেষ করে জরুরি অবস্থায় আইনি এখতিয়ার অতিক্রম এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সত্ত্বেও

---

২ ধারা ৮, তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ।

৩ অনুচ্ছেদ ৯, তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ।

৪ 'আরটিআই অর্ডিন্যান্স টু কার্ব ফ্রিডম অব প্রেস: স্পিকারস', *নিউ এজ*, ৩০ অক্টোবর ২০০৮।

এদেরকে এই আইনের আওতা-বহির্ভূত রাখার বিধান রাখা হয়েছে।[৫] কমপক্ষে ২০টি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ বাধার সৃষ্টি করেছে, যা মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অধ্যাদেশের ৭ ধারা মতে, 'এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলিতে যাই থাকুক না কেন, কোনো কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত তথ্যগুলো প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না :

ক. প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;

খ. পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

গ. কোনো বিদেশি সরকারের কাছ হতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;

ঘ. প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপন বিষয়, গ্রন্থস্বত্ব বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (ইনটেলেকচুয়াল প্রপারটি) সম্পর্কিত তথ্য;

ঙ. প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা :

  অ. আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারি আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

  আ. মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য;

  ই. ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

চ. প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;

ছ. প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;

জ. প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

ঝ. প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

---

৫ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটগুলো, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) গোয়েন্দা সেল। দেখুন : ধারা ৩২ এবং তফসিল, তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ।

ঞ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;

ট. আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যা প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

ঠ. তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

ড. কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;

ঢ. আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;

ণ. কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য;

ত. কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;

থ. জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

দ. আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোনো ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য;

ধ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

ন. মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমতে, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য।

অবমাননা সংক্রান্ত আদালতের ক্ষমতার সংকোচন, রায় সমালোচনার অনুমতি

৩০ এপ্রিল ২০০৮ উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের পর ২১ মে আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬ বাতিল করা হয়।

নতুন এই অধ্যাদেশ অধিকতর সুবিন্যস্তভাবে আদালত অবমাননাকর কার্যাবলিকে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং আদালত অবমাননা আইনের আওতাভুক্ত কার্য বা বিবৃতির পরিধিকে সঙ্কোচিত করেছে। সরকারি কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দায়মুক্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে বর্তমান আইনে। এই অধ্যাদেশ একদিকে আদালতের কুৎসা রটনা সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে সাধারণ আইনের অস্পষ্টতা অপসারণ করেছে এবং অন্যদিকে অবমাননার

সংজ্ঞায় বিচারকের বিচারিক এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে ‘বিচারকের মানহানি’কে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা বিচার সম্বন্ধীয় অসদাচরণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সারণি ৮.১ : আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ

আদালত অবমাননা	• ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো কার্য, অথবা লিখিত বা মৌখিকভাবে বা আকার-ইঙ্গিতে বা দৃশ্যমান কোনো মাধ্যমে এমন কিছু প্রকাশ করা, যা আদালত প্রদত্ত কোনো রায়, ডিক্রি, নির্দেশ, আদেশ, রিট বা পরোয়ানা লঙ্ঘনের শামিল বলে বিবেচিত হতে পারে, অথবা যা কোনো আদালতকে হেয় করে অথবা বিচার প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি প্রক্রিয়ায় বাধাগ্রস্ত করে; • বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর্যায়ভুক্ত কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিচারকের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা (ধারা ২(গ); • জনশৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আদালতের কার্যধারা বিষয়ক তথ্যাবলি প্রকাশ; অথবা কোনো গোপন কার্য, আবিষ্কার বা উদ্ভাবন সম্পর্কিত বিষয়ে বিচার কার্য চলাকালে কোনো তথ্য প্রকাশ (ধারা ৪)।
আদালত অবমাননার আওতা-বহির্ভূত কার্যাবলি	• বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ মন্তব্য; • আদালতের স্বাভাবিক কার্যধারা সম্পর্কিত তথ্য, সরকার বা আদালত সম্পর্কে এমনকি কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা প্রার্থনা করে সরল বিশ্বাসে ও সংযত ভাষায় প্রদত্ত কোনো মন্তব্য; • বিচার কার্যের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোনো বিষয়ে বিচারকের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে তথ্য, মন্তব্য বা সংবাদ প্রকাশ; • কোনো মামলার আদেশ বা রায়ের গঠনমূলক সমালোচনা; • চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত কোনো মামলার রায়ের গঠনমূলক সমালোচনা; • অনিষ্পত্তিকৃত কোনো বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা; • জনস্বার্থে বিচারিক কোনো কার্য বা দায়িত্ব পালন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালত বা বিচারকের দুর্নীতি, অনিয়ম, অজ্ঞতা বা অদক্ষতা বিষয়ে কোনো তথ্য, মন্তব্য বা সংবাদ প্রকাশ, অথবা জনস্বার্থে আদালত বা বিচারক সম্পর্কিত জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে কোনো তথ্য, মন্তব্য বা সংবাদ প্রকাশ (ধারা ৩)।
প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের জন্য অব্যাহতি	• প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যদি বিদ্যমান কোনো আইন, বিধি বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে আদালতের কোনো রায়, আদেশ বা নির্দেশ বাস্তবায়ন বা প্রতিপালনে অসমর্থ হয়, সেক্ষেত্রে অনুরূপ বাস্তবায়ন বা প্রতিপালনে ব্যর্থতার কারণে তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা বিষয়ে বিচারিক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না (ধারা ৩)। • প্রজাতন্ত্রের কোনো কার্য বা দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ বিচারের ক্ষেত্রে আদালতে তার ব্যক্তিগত হাজিরা আবশ্যক হবে না (তবে ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালত অভিযুক্ত অবমাননাকারীর বক্তব্য সরাসরি শুনানির নির্দেশ দিতে পারে)। • প্রজাতন্ত্রের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কার্য বা দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির দণ্ড সরকার মার্জনা, মওকুফ, হ্রাস বা স্থগিত করতে পারবে।
দণ্ড	• কোনো ব্যক্তিকে আদালত অবমাননার জন্য দণ্ডারোপ করা যাবে না, যদি

	তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, উক্ত আদালত অবমাননার কার্য দ্বারা ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক গতিধারায় বাস্তবিক অর্থে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয়নি।
ক্ষমা	• আদালত অবমাননা মামলার যে কোনো পর্যায়ে এমনকি দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল হলেও নিঃশর্ত ক্ষমা সম্ভব।

হাইকোর্ট নতুন অবমাননা আইনকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন

দু'জন আইনজীবী কর্তৃক দায়েরকৃত রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারের প্রতি স্বপ্রণোদিত আদেশ জারি করে ২৪ জুলাই ২০০৯ হাইকোর্ট আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ ২০০৮ অসাংবিধানিক বিবেচনা করে তা বাতিল বলে ঘোষণা করেন।[৬] এই অধ্যাদেশ জারিকে সরকারের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তের অংশ বিবেচনা করে প্রদত্ত এই রায়ের ব্যাখ্যা হচ্ছে, সংবিধানের ৫৮(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা শুধু নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বা সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনের স্বার্থে অপরিহার্য বিষয়ে অধ্যাদেশ জারির মধ্যে সীমিত, এজন্য উল্লিখিত অধ্যাদেশ জারি রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব-বহির্ভূত।[৭] আদালত অবমাননা মামলায় প্রদত্ত শাস্তি প্রত্যাহার এবং আদালত অবমাননা মামলায় সরকারি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি ও অবসর গ্রহণের পর বিচারের দায় থেকে অব্যাহতি দান প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কিত অধ্যাদেশের সুনির্দিষ্ট বিধানের উল্লেখ করে আদালত মন্তব্য করেন যে, সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে এই বিধানগুলো আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারকে লঙ্ঘন করে। আরও হতাশাজনকভাবে, আদালতের রায় পর্যালোচনার অধিকার সংক্রান্ত বিধানের বিলোপের সমর্থনে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার দীর্ঘদিনের দাবিকে অস্বীকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং আদালতের রায় ও বিচার

---

6 ÔKb‡U¤úU Ae †KvU, nvB‡KvU wW‡Kqvim wbD AwWb¨vÝ Bbf¨wjW; †mR BU AvÛvigvBbm w¯úwiU Ae KÝwUwUDkb, wd RwWwkqwiÕ, *w` †WBwj ÷vi*, 25 RjvB 2008; ÔGBPwm ÷vBKm WvDb Kb‡U¤úU Ae †KvU AwWb¨vÝÕ, *wbD GR*, 25 RjvB 2008| mwcg †Kv‡Ui AvBbRxex Gg kvgmj nK Ges ZvRj Bmjv‡gi `v‡qi Kiv GK wiU Av‡e`‡bi †cw¶‡Z GB Aa¨v‡`‡ki mvsweavwbK ˆeaZv e¨vL¨v w`‡Z miKv‡ii cwZ ¯c‡Yw`Z wb‡`k Rwii ci weP-vicwZ GweGg Lvqi"j nK Ges wePvicwZ Gg Ave Zv‡i‡Ki mgš‡q MwVZ nvB‡KvU wefv‡Mi wWwfkb †eÂ GB ivq †`b|

7 msweav‡bi 58(N) Ab‡"Q` Abmv‡i, Ô...GBi|c (ˆ`bw›`b) Kvhvewj m¤úv`‡bi c‡qvRb e¨ZxZ (ZËveavqK) miKvi †Kv‡bv bxwZwbavi Yx wm×vš MnY Ki‡eb bv|Õ Z‡e ivócwZi Aa¨v‡`k Rwii ¶gZv msweav‡bi wfb weav‡bi Ašf³|

সম্বন্ধীয় যুক্তিতর্ক বিষয়ে বিতর্ক করার সুযোগের সঙ্কোচনকেই প্রতিভাত করে।

হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন (লিভ টু আপিল) দাখিল করা হলে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ কেবল রায়ের লিখিত অনুলিপি পাওয়ার পর নিয়মিত আপিল আবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন এবং এ সময়ে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করার আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেন।[৮]

কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলা খারিজ

১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ *দৈনিক প্রথম আলোর* সাপ্তাহিক সাময়িকীতে প্রকাশিত কার্টুনের বিরুদ্ধে ইসলামি গোষ্ঠীর প্রতিবাদের মুখে কাটুনিস্ট আরিফুর রহমানকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭ গ্রেফতার করা হয়। ছয় মাস জেলে আটক থাকার পর ২০ মার্চ ২০০৮ মুক্তি পান আরিফুর রহমান।[৯]

এর আগে একই দিনে মামলার বাদি (তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) আদালতে সশরীরে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হওয়ায় ঢাকার বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট মোসাম্মৎ ইসমত আরা আরিফুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটি খারিজ করে দেন। মামলায় অভিযোগ ছিল যে, কিশোর বালক এবং তার বিড়াল বিষয়ক কার্টুনটি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে এবং দণ্ডবিধির ২৯৫(ক) ধারায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।[১০] এমনকি হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃকও বারবার জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর অবশেষে মুক্তির কয়েকদিন আগে রহমান জামিন লাভে সমর্থ হন। এর আগে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশেষ ক্ষমতা

---

৮ 'কনটেম্পট অব কোর্ট অর্ডিন্যান্স : গভ. আস্কড টু ফাইল রেগুলার আপিল এগেনেস্ট এইচসি ভারডিক্ট', *নিউ এজ*, 'এইচসি আপহোল্ড কনটেম্পট ভারডিক্ট', *দি ডেইলি স্টার*, ২৯ জুলাই ২০০৮। ২৮ জুলাই ২০০৮ আপিল বিভাগের চেম্বার জাজ বিচারপতি এমএ মতিন নিয়মিত আপিল আবেদনের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেন এবং হাইকোর্টের রায়ের স্থগিতাবেদনও নামঞ্জুর করেন।

৯ 'কার্টুনিস্ট রিলিজ ইন বাংলাদেশ', *বিবিসি নিউজ অন লাইন*, www.bbc.co.uk, ২০ মার্চ ২০০৮।

১০ 'কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমান ডিসচার্জড', *দি ডেইলি স্টার*, ২১ মার্চ ২০০৮; 'কেস এগেইনস্ট *আলপিন* কার্টুনিস্ট ডিসমিসড', *নিউ এজ*, ২১ মার্চ ২০০৮।

আইনে আরিফের বিরুদ্ধে আনীত আটকাদেশকে হাইকোর্ট আইনগত কর্তৃত্ব-বহির্ভূত বলে রায় দেন।

সমকালের বিরুদ্ধে আনীত মানহানির মামলা খারিজ

জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সংসদ সদস্য দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কর্তৃক সমকালের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানহানির মামলা পিরোজপুরের একটি আদালত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খারিজ করে দেন। 'জামায়াতের গডফাদারেরা ধরাছোঁয়ার বাইরে' শিরোনামে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সমকালে প্রকাশিত এক সংবাদ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এই মামলা দায়ের করা হয়। মামলা দায়েরের পর ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সাঈদী আদালতে সশরীরে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হওয়ায় এই খারিজ আদেশ দেয়া হয়। মানহানির মামলা বিষয়ে দেশজুড়ে প্রচলিত সাধারণ প্রবণতার মতো এক্ষেত্রেও স্পষ্টত সাঈদী সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে হয়রানি করার জন্য এ মামলা দায়ের করেছিল।

এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে জামায়াতের মানহানির মামলা

যুদ্ধাপরাধীদের সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করায় সিলেট-৬ আসনের চারদলীয় জোট প্রার্থী মাওলানা হাবিবুর রহমান (সিলেট জেলা, দক্ষিণ ইউনিটের জামায়াত আমির) ২৪ ডিসেম্বর এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে সিলেটের প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মানহানির মামলা করে। জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোঃ কামারুজ্জামান, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা আব্দুস সোবহান, এটিএম আজহারুল ইসলাম, শাহ মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, মাওলানা আব্দুল আজিজ, এম রিয়াসত আলী, মাওলানা হাবিবুর রহমান(১), মাওলানা ফরিদ উদ্দীন চৌধুরী এবং মাওলানা হাবিবুর রহমান(২)সহ ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এমন ১৩ জন রাজনৈতিক নেতাকে যুদ্ধাপরাধী অভিহিত করে ১৬ ডিসেম্বর এটিএন বাংলা সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করলে এই মামলা করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি আদেশ জারি করেন।[১১]

---

১১ 'জামায়াত সু'জ এটিএন ফর নিউজ এগনেস্ট ওয়ার ক্রাইম', *দি ডেইলি স্টার*, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৮।

আমার দেশের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ[১২]

দি ডেইলি স্টার, প্রথম আলো এবং ট্রান্সকম গ্রুপ সম্পর্কে মিথ্যা, বিদ্বেষমূলক এবং মানহানিকর প্রতিবেদন প্রকাশের প্রেক্ষিতে জনসমক্ষে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা এবং প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রেরিত প্রতিবাদ বিবৃতির পূর্ণ অংশ প্রকাশ না করায় *আমার দেশ* প্রত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে দুটি আইনি নোটিশ জারি করা হয়। 'ড. কামাল হোসেন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস' কর্তৃক জারিকৃত এই নোটিশে *আমার দেশ* পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ প্রকাশিত সংবাদ প্রত্যাহার, সংবাদ প্রকাশের জন্য অবিলম্বে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা এবং এ সংবাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে প্রেরিত প্রতিবাদ বিবৃতির পূর্ণ অংশ প্রকাশ করতে বলা হয়। *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান, *দি ডেইলি স্টার* সম্পাদক এবং প্রকাশক মাহফুজ আনাম এবং ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক লতিফুর রহমানের পক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় আইনি নোটিশটি জারি করা হয়।

এতে বলা হয়, 'আমাদের মক্কেলগণের পক্ষে ৭ সেপ্টেম্বর জারিকৃত নোটিশের (যার জবাব এখনও আপনি/আপনারা দেননি) পর আমাদের মক্কেলগণের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে লিখছি যে, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সম্পাদকীয় নোটে আমাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত নোটিশের উল্লেখ করে বলেছেন, আমাদের প্রেরিত প্রতিবাদলিপির বড় অংশ, বিশেষ করে আপনাদের প্রতিবেদন সম্পর্কিত অংশ প্রকাশ করেছেন। আরো বলেছেন যে, কারো ক্ষতি বা মানহানি করা *আমার দেশের* অভিপ্রায় ছিল না, বরং 'উলফা' ঘাঁটি হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টার একটি উদাহরণের নির্দেশ করাই আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল এবং প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মতিউর রহমান, মাহফুজ আনাম এবং লতিফুর রহমানের তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে পেরে আপনারা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছেন। যেহেতু আপনার/আপনাদের প্রতি আইনি নোটিশ জারি করা হয়েছে, সেহেতু আইনজীবীর মাধ্যমে এই আইনি নোটিশের জবাব দেবেন।'

প্রকাশনা পরীক্ষা (সেন্সরশিপ)

---

১২ 'আমার দেশ সার্ভড উইথ সেকেন্ড লিগ্যাল নোটিশ', *দি ডেইলি স্টার*, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

কোন ধরনের সংবাদ প্রকাশ করা যাবে, কোন ধরনের সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না মর্মে বছরের শুরুর দিকে গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা পরিচয়ের ব্যক্তিদের থেকে টেলিফোনে নির্দেশনা পাওয়া বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের একটা অংশ অভিযোগ করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে [টক শো] কাদের আমন্ত্রণ জানানো যাবে, কোন ধরনের অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচার করা যাবে, কোন ধরনের অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচার করা যাবে না মর্মে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা জারির পর থেকে শুরু হওয়া নিষেধাজ্ঞার এই বাস্তবতা পরে ভয়ঙ্কর আত্মনিয়ন্ত্রণারোপে বাধ্য করেছিল।[১৩] তবে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আদালতের রায় এবং সরকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত বাহ্যিক কোনো প্রত্যাঘাত ছাড়াই নিয়মিতভাবে সংবাদমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে।

কোনো সংবাদ বা মিটিং, মিছিল, অবরোধ কর্মসূচি, বক্তৃতা, বিবৃতি বা উস্কানিমূলক কার্যাবলি সম্পর্কিত তথ্য বা সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বলে বিবেচিত কোনো সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, ফিচার, কার্টুন, টক শো এবং আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার এবং প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বৈধতাদানকারী জরুরি বিধিমালার ৫ নং বিধি ৩ নভেম্বর ২০০৮ বাতিল করা হয়।[১৪]

৩ নভেম্বর ২০০৮ সংবাদমাধ্যমের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অব্যবহিত পরই বিভিন্ন পত্রিকার প্রধানরা ৪ নভেম্বর ২০০৮ পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় ট্রাস্ট ব্যাংকের অনিয়ম সম্পর্কিত একটি বিবৃতি ছাপাতে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা পরিচয়দানকারী সংস্থা থেকে ফোন বার্তা পায়।[১৫]

হয়রানি

আগের বছরগুলোর বিপরীতে ২০০৭ সালের মতো ২০০৮ সালেও কোনো সাংবাদিক হত্যার ঘটনা ঘটেনি। তবে বিভিন্ন ব্যক্তিমহল থেকে সাংবাদিকদের ভীতি প্রদর্শন এবং হয়রানি করার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কমপক্ষে ১৪ জন সাংবাদিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক এবং ৪০ জন সন্ত্রাসী কর্তৃক এ ধরনের ভীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির থেকে একজনসহ কমপক্ষে

---

১৩ 'প্রেস ফ্রিডম এ মেজর ভিকটিম অব ইমারজেন্সি রুলস', *নিউ এজ*, ৩ মে ২০০৮।
১৪ বাংলাদেশ গেজেট, বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৬৪৯৯, প্রকাশ ৩ নভেম্বর ২০০৮।
১৫ লেখকের কাছে সংরক্ষিত নথি।

দশজন সাংবাদিককে বিভিন্ন মহল থেকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এসব ঘটনার তদন্ত বা অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

বছরের মাঝামাঝিতে রাজনৈতিক দলগুলো আবারও সক্রিয় হওয়ায় রাজনৈতিক কর্মী কর্তৃক সাংবাদিক আক্রমণের পুনঃসংবাদ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কমপক্ষে তিন সাংবাদিক বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদস্য কর্তৃক, একজন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্তৃক, তিনজন ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল কর্তৃক আক্রমণের শিকার হন। জাতীয় পার্টির নেতা প্রাক্তন সামরিক স্বৈরশাসক লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির একটি সভার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে ৪ নভেম্বর ২০০৮ জাতীয় পার্টির কর্মীদের দ্বারা নির্বিচারে প্রহৃত হওয়ার ঘটনায় পাঁচজন সাংবাদিককে নীলফামারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১৬]

সারণি ৮.২ : সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা (জানু-অক্টোবর ২০০৮)[১৭]

বর্ণনা	হয়রানির সংখ্যা
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক হয়রানি/নির্যাতন/ভীতি প্রদর্শন	১৪
হত্যা করার ভয় প্রদর্শন	৯
সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতন/আক্রমণ/ভীতি প্রদর্শন/ হয়রানি	৪০
রাজনৈতিক দলের কর্মী কর্তৃক আক্রমণ (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ)	৩
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কর্তৃক আক্রমণ	৩
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্তৃক আক্রমণ	১

হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ কর্তৃক দুর্নীতি মামলায় জড়িত ভিআইপি ব্যক্তিদের জামিনসহ একদিনে নজিরবিহীনসংখ্যক জামিনের আদেশ জারি সংক্রান্ত তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর সাংবাদিকদের সেই আদালত কক্ষে প্রবেশে বাধা আরোপ করায় মামলা সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহে সাংবাদিকরা কার্যত নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়। এসব শুনানি

১৬ 'নীলফামারীতে এরশাদের কর্মিসভায় সাংবাদিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা', *যুগান্তর*, ৩ নভেম্বর ২০০৮।

১৭ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহে কোনো সাংবাদিককেই আদালত কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। উন্মুক্ত আদালত কক্ষে প্রবেশে একজন সাংবাদিককে কীভাবে বাধা দেয়া হয়, সে বিষয় তদন্তে এখন পর্যন্ত আইনজীবী সমিতি বা সুপ্রিম কোর্টের তরফে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

দেয়াল লিখন ও পোস্টার সাঁটানো নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ২০০৮ (খসড়া)

নির্বাচনী প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে দেয়ালে শ্লোগান লিখন এবং পোস্টার সাঁটানোর শাস্তির বিধান করে ১০ ফেব্রুয়ারি একটি অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত করে নির্বাচন কমিশন।[১৮] খসড়া এ অধ্যাদেশে দেয়াল লিখন এবং পোস্টার সাঁটানোর শাস্তি হিসেবে দশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ডের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত খসড়া অধ্যাদেশটি অনুমোদন করা হয়নি।

অনুবাদ : কামরুন্নেছা নাজলী

---

১৮ 'পোস্টার লাগানো এবং দেয়াল লিখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ : আইন করা হচ্ছে', *সমকাল*, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।